175216 - যে ব্যক্তি ধৈর্য হারিয়ে যেনা করতে চায়

প্রশ্ন

আমি যেনা করতে চাই! আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। দশ বছর যাবৎ ধৈর্য ধরে আছি। আলহামদু লিল্লাহ আমি নামায পড়ি, রোজা রাখি। কিন্তু যখনই আমি কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমি যেনা করতে চাই! আমি যেনা করতে চাই! আমি দোয়া করি; কিন্তু দুআ কবুল হয় না। আমি কি করব? আমি আর পারছি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আপনি আমাদের সাথে যেমন স্পষ্টবাদী হয়েছেন আমরাও আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব। আপনি কি আমাদের কাছে এজন্য মেইল করেছেন যে, আমরা আপনাকে যেনা করার অনুমতি দিব?! আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়ার অধিকার তো আমাদের নেই। নাকি আপনি চাচ্ছেন যে, আমরা আপনাকে ব্যভিচার বৈধ বলে ফতোয়া দিব?! কোন মুসলমানের পক্ষে এ ফতোয়া দেয়া সম্ভব নয়। যেনা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই যেনার শাস্তি বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা নির্ধারণ করেছেন এবং এ গুনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিধান আরোপ করেছেন। যেমন- যেনাকারী তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে দেয়া হবে না। এ গুনার কারণে আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে শাস্তির কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের একটি চুল্লিতে ব্যভিচারী নর-নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত করবেন। সেখানে জাহান্নামের আগুন তাদেরকে পোড়াবে। তাদের বিকট শব্দ শুনা যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি যেনা করতে চায় আমাদের কাছে তার জন্য অনুমতি নেই। আমাদের কাছে যেনা বৈধ মর্মে কোন ফতোয়া নেই।

দুই:

আগেই বলেছি আমরা আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব, আপনি যেমন আমাদের সাথে স্পষ্টবাদী হয়েছেন। ধরুন, আপনি যে কঠিন ও কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে আছেন –আল্লাহ না করুন- আপনার বোন বা মা যদি সে অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং আপনি যা করতে চাচ্ছেন তারাও তা করতে চায় তখন তাদের এই চাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি হবে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি- আপনি যা করতে

চাচ্ছনে সটো কত বড় জঘন্য।

আচ্ছা এ প্রসঙ্গ বাদ দনি; অন্য প্রসঙ্গে আসুন। এ বশি্বে এমন কত যুবক আছে যারা যনো করতে চাচ্ছে। হতে পারে তাদরে অনকেে – আপনার মত- সম্ভ্রান্ত। হতে পারে সওে এমন কঠনি ও কষ্টকর অবস্থা সইতে পারছে না। সওে যনো করতে চাচ্ছে এবং সে যে মহলিার সাথে যনো করতে চাচ্ছে – আল্লাহ না করুন- সে আপনার বোন অথবা আপনার মা। আপনি তখন কি বলবনে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়োর প্রয়োজন নইে। জনেে রাখুন, আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দইি এর অর্থ হলো আমরা আপনার বোন ও মায়রে জন্যওে যনো করার অনুমতি দলিাম। আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দইি এর অর্থ হলো আমরা মানুষকে আপনার বোন ও মায়রে সাথে যনো করার অনুমতি দলিাম। ইসলামরে মত পবত্রি শরয়িতে যা হওয়া অসম্ভব। আপনার বোন ও মায়রে ইজ্জত ইসলামী শরয়িতরে মাধ্যমে সুরক্ষতি। আল্লাহ প্রদত্ত বধিবিধিানরে মাধ্যমে সংরক্ষতি। যে ব্যক্তি এ ক্ষত্রেে সীমা লঙ্ঘন করবে সে দুনয়িা ও আখরোতে এর সাজা পাবে। আপনি দখেলনে তো ইসলামী শরয়িা কভিাবে আপনার পরবিাররে ইজ্জত-আব্রুর হফোযত নশি্চতি করছে। সুতরাং আপনি কভিাবে প্রত্যাশা করনে যে, আমরা আপনাকে অন্য নারীদরে ইজ্জত কলঙ্কতি করার অনুমতি দবি এবং বলব, ঠকি আছে যনো করুন; অসুবধিা নইে!! আমরা আপনার সামনে যে উদাহরণটি তুলে ধরলাম সটেি সর্বশ্রষ্ঠে মানুষ, সর্বোত্তম ব্যক্তি, যনিি আল্লাহকে সবচয়েে বশেি জাননে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লখে করছেনে। যখন এক যুবক এসে তাঁর কাছে যনো করার অনুমতি চাইল তখন তনিি তাকে বললনে, তুমি কি তোমরা মায়রে জন্য এটা পছন্দ করবে? তুমি সটো তোমার বোনরে জন্য পছন্দ করবে? আমরা আশা করব, আপনি সচতেনভাবে অনুধাবন করবনে যে, আমরা যে উদাহরণটি পশে করছে এর মাধ্যমে শুধু আপনি যা করতে চাচ্ছনে সে বষিয়টরি কদর্যতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দশ্যে ছলি না। কারণ ইচ্ছা হলইে মানুষরে ইজ্জত হরণ করা বধৈ নয়। বরং তা পবত্রি শরয়িতরে মাধ্যমে সংরক্ষতি। পূর্বোক্ত হাদসিটরি পরপিূর্ণ ভাষ্য ও এ হাদসি বষিয়ক আরো কছিু সুন্দর কথা 52467 নং প্রশ্নরে উত্তরে উল্লখে করা হয়ছে। তনি:

প্রয়ি ভাই, আপনি কি ভাবছনে যনো করার মাধ্যমে যৌন উপভোগ করে আপনি প্রশান্তি পাবনে – আল্লাহ আপনাকে এ গুনাহ দূরে রাখুন ও পবত্রি রাখুন?! যদি আপনি এমনটি ভবেে থাকনে তাহলে মহা ভুলরে মধ্যে আছনে। বরং যনোতে লপ্তি হওয়া মানে দহে, মন ও দ্বীনদাররি উপর অতি তিক্তি কছিু পরণিামরে দুয়ার খোলা। যনো হচ্ছে- দ্বীনদাররি হ্রাস, তাকওয়ার বলিুপ্তি, ব্যক্তত্বিরে বচ্যিুতি, আত্মসম্মানরে স্খলন, খয়োনত, লজ্জাশীলতার হ্রাস, আল্লাহর নজরদাররি অনুভূতহিীনতা, হারামরে ব্যাপারে বপেরোয়া ইত্যাদি মন্দরে মূল। যনো অবধারতি করে দয়ে: আল্লাহর অসন্তুষ্টি, চহোরায় কালি পড়া ও নষ্প্রিভ হওয়া, অন্তর মরে যাওয়া ও নূর চলে যাওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। আমরা 20983 নং প্রশ্নরে জবাবে এ পরণিামগুলো পরপিূর্ণভাবে তুলে ধরছে। সে উত্তরটি পড়তে পারনে। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর ‘রওদাতুল মুহব্বিীন’ কতিাব থকেে আমরা এ বষিয়গুলো উদ্ধৃত করছে।

চার:

প্রয়ি ভাই, আসুন আপনাকে জজ্ঞিসে করি- আপনি নামায রোজা কনে করনে? যদি তা এ কারণে করে থাকনে- এটাই আপনার প্রতি ধারণা- য, আল্লাহ আপনার উপর নামায পড়া ও রোজা রাখা ফরজ করছেনে এবং এ দুটো বর্জন করা হারাম করছেনে। তাহলে আমরা আপনাকে বলব, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনার উপর আপনার যৌনাঙ্গ হফোযত করাকে ফরজ করছেনে এবং যনো করা হারাম করছেনে। আমরা এ ব্যাপারে বন্দিুমাত্র সন্দহে করি না য, আপনি বশ্বিাস করনে- আল্লাহ আপনাকে নামায আদায়কালে দখেতে পাচ্ছনে। এ কারণে আপনি প্রশান্তচত্তিে বনিম্রভাবে নামায আদায় করনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবে শক্ষিা দয়িছেনে সভোবে নামায পড়নে। ঠকি তমেনি আপনি যখন যনো করবনে তখনও তো আল্লাহ আপনাকে দখেবনে! যহেতেু আপনার ঈমান আপনাকে দয়িে সুন্দরভাবে নামায আদায় করায় তাই আমাদরে ধারণা আপনার সে ঈমান আপনাকে যনো থকেওে বরিত রাখব। কারণ আমরা আপনার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করি। আমরা মনে করি, আপনি জাননে য, এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা নয়; অথচ আল্লাহ আপনাকে ইসলামরে নয়োমত দান করছেনে। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দয়িছেনে। এ মহান নয়োমতগুলোর শুকরয়িা এভাবে করতে হয় না।

পাঁচ:

আপনার হয়তো স্মরণে নইে য, আপনি যে কঠনি ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আছনে যদি এতে সবর করনে তাহলে আপনি সওয়াব পাবনে। মুমনিরো তো মুসবিতরে সময় ধর্যৈ ধারণ করে থাকে এবং আনন্দরে সময় আল্লাহর শুকরয়িা আদায় করে থাক। মুমনি ছাড়া অন্য কউে এটা করে না। মুসবিতে ধর্যৈ রাখ, আনন্দকালে শুকরয়িা আদায় কর। যদেনি আপনি আপনার রবরে সাথে সাক্ষাৎ করবনে সদেনি আপনি আপনার আমলনামায় এর সর্বোত্তম পুরস্কার পাবনে, ইনশাআল্লাহ। আপনি 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়তে পারনে। সখোনে বপিদ মুসবিতে মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরা হয়ছে।

ছয়:

আপনার হয়তো স্মরণে নইে য, আপনার দুআ বফিলে যায়নি। আপনি যে তাগদি দয়িে বলছনে আপনার দুআ কবুল হয়নি এটা আপনার ভুল। দুআ কবুলরে তনিটি অবস্থা হতে পার। এক. আপনি যা চয়েছেনে সাথে সাথে আল্লাহ সটো দয়িে দয়ো। দুই. দুআ অনুপাতে আপনার বালা-মুসবিত দূর করে দয়ো। তনি. আপনাকে আখরোতে সওয়াব দয়ো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতরে দনি আপনি তা দখেবনে। কন্তিু আপনি ভবেছেনে দুআ কবুল হওয়া মান- আপনি যা তলব করছেনে শুধু সটো দয়িে দয়ো। তাই আপনি বলছেনে, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করনেনি। নঃিসন্দহে এটি আপনার ভুল ধারণা। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে দুআ করাটা একটি মহান ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টার কাছে তার দীনতা, হীনতা তুলে ধর। শয়তান সর্বদা চষ্টো করে বান্দাকে দুআ থকেে বমিুখ রাখতে। তাই সে বান্দার অন্তরে অবলিম্বে তার মাকছাদ পূর্ণ হওয়ার বাসনা ঢুকয়িে দয়ে। ফলে সে বরিক্ত হয়ে দুআ ছড়েে দয়ে।

ইবনে বাত্তাল (রহঃ) বলনে: জনকৈ আলমে বলনে: বান্দা তখনি দুআর প্রতদিান অবলিম্বে পতেে চায় যখন দুআর উদ্দশ্যে

হয়: প্রার্থনার মাকছাদ অর্জন। ফলে মাকছাদ অর্জতি না হলে দুআ চালয়িে যাওয়াটা তার জন্য কঠনি হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বান্দার দুআ করার উদ্দশ্যে হওয়া উচতি: আল্লাহকে ডাকা, তার কাছে চাওয়া, সর্বদা নজিরে দন্যেতা প্রকাশ করা, কখনো দাসত্বরে বশৈষ্ট্যি ও আলামত পরত্যিাগ না করা, আদশে ও নষিধেরে অনুগত থাকা।[শারহ সহহি মুসলমি (১০/১০০)]

দুআ কবুলরে শর্তগুলো জানতে 13506 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার প্রতবিন্ধকতাগুলো জানতে 5113 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ করার আদব বা শষ্টিাচারগুলো জানতে 36902 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার সময় ও স্থানগুলো জানতে 22438 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

সাত:

এই বস্তিারতি আলোচনার পর আমরা যনে আপনাকে বলতে শুনছ, "আমি যনো করতে চাই না"। আমরা আপনার ব্যাপারে এই ধারণাই পোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে যনো করার অনুমতরি জন্য আপনি আমাদরে কাছে ইমইেল করনেনি। অথবা আমরা আপনাকে যনো করা জায়যে ফতোয়া দবি সে উদ্দশ্যে প্রশ্নটি পাঠাননি। যহেতেু আপনি জাননে য, সইে অধকিার আমাদরে নইে। যদি আপনি যনো করতইে চাইতনে তাহলে আমাদরেকে ইমইেল না করইে যনো করে ফলেতনে। কারণ আমরা তো আর আপনাকে পর্যবক্ষেণে রাখতে পারছি না বা আপনি আমাদরে কর্তৃত্বাধীনও নন য, আমাদরে কাছ থকেে অনুমতি নবিনে। কন্তিু আমরা নশ্চিতি য, আপনি যে মুসবিতরে মধ্যে আছনে আপনি আপনার ভাইদরে কাছে সে ব্যাপারে অভযিোগ করতে চয়েছেনে এবং আপনি চয়েছেনে আপনার ভাইয়রো যনে আপনাকে এমন কছিু নসীহত, দকিনর্দিশেনা ও উপদশে দয়ে যাতে আপনি যনো না করনে। আমরা সে দায়ত্বি নয়িে আপনার পাশে দাঁড়ালাম। দরৌতে বয়িরে যে পরীক্ষার মধ্যে আপনি আছনে এ অবস্থায় আমরা আপনাকে ধর্যৈ রাখার উপদশে দচ্ছি। এ দীর্ঘ বছর ধরে দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান হফোযত করতে পারায় আমরা আপনাকে শুভচ্ছো জানাচ্ছ। আমরা বশ্বিাস করি আপনি যদি আপনার রবরে সাহায্য চান তাহলে আপনি এর চয়েে কঠনি পরস্থিতিতিওে আপনার দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবনে।

আমরা আপনাকে আল্লাহর রহমত থকেে নরিাশ না হওয়ার উপদশে দচ্ছি এবং সৎ পাত্রী খুঁজে পতেে আরো জোর প্রচষ্টো চালাবার পরামর্শ দচ্ছি। নকে আমলরে মাধ্যমে আপনার রবরে সাথে সম্পর্ক ঘনষ্ঠি করার আহ্বান জানাচ্ছ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তনিি যনে ঈমানকে আপনার কাছে প্রয়ি করে দনে, সুশোভতি করে দনে। কুফর, পাপ, অবাধ্যতাকে আপনার কাছে নন্দিনীয় করে দনে। আপনাকে সুপথপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমরা আশা করব আপনি 20161 নং প্রশ্নোত্তরদ্বয়ও পড়বনে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।